সার্টিফিকেট চাই

নবনীতা

আমি বিয়ে করার সিদ্ধান্তনিয়ে ফেললাম। বাবা বলছিল 'বিয়ে কর'। মা বলছিল 'এবার বিয়েকর'। দাদা বলছিল, 'আর কতদিন এভাবে....' রেজিষ্ট্রিঅফিসে গেলাম। শমুকে বলা ছিল। সকাল ন'টায় আমার রেজিষ্ট্রিঅফিসে যাবার কথা। জ্যামের জন্যে আমার দেরি হয়ে গেল। শমু দেখি আমার আগেইএসে গেছে। চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে ও। আর ওর পাশেই চার--পাঁচটা আধ খাওয়া সিগারেট। আমার বেশ আনন্দ হল ওকে চিন্তিত দেখে। এঅবস্থাটা কিরকম শমু জানে না। আমিই ওর জন্য অপেক্ষা করি।কোনো দিন খুব দেরি করে। কোনদিন ভুলেই মেরে দেয়। সত্যি কথা বলতে কিশমুর জন্যই আমার বিয়ে করতে ইচেছকরছিল না। ওর কথার কোন দাম নেই। তবু বাবা বলছিল---- বিয়ে কর।

মা বলছিল----- এবার বিয়ে কর।

দাদা বলছিল----- এভাবে আর .....

ওদের কথাতেই রেজিষ্ট্রি অফিসে গেলাম শেষপর্যন্ত। দেরি দেখে শমু খুব রাগ দেখাল। বলল, 'এজন্যই আমি বিয়েকরতে চাই না'। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রি অফিসে দেখি তালা ঝুলছে।

শমুকে একটা ব্লাক রিজেন্ট এর প্যাকেট দিলাম। ওতার থেকে একটা ধরাল। ঝগড়া করা আর সিগারেট খাওয়া ছাড়া শমূ কিছুজানেনা। সিগারেট খেলে ও ঝগড়া করে না। তাই আমি ওকে চাকরীর পয়সাদিয়ে কেবল সিগারেটই প্রেজেন্ট করি। শমু ঝগড়া করলে আমার খুবকষ্ট হয়। শমু আমাকে ছেড়ে দিব্যিথাকতে পারে। আমি পারি না। অথচ জানি ওর সঙ্গে ঝগড়া শু হলে একমাসের কমেও ভাব করবে না। ঝগড়া শু করলেই ওকে সিগারেট প্রেজেন্ট করি। ভালভাল কোম্পানীর সিগারেট খেলেই শমু গলে যায়। গলে জল হয়ে যায়। সিগারেটশেষ করেই শমু বলল তুমি আমায় ক্ষমা করো।

-----তুমিও আমায় ক্ষমা করো। রাস্তায়বড্ড জ্যাম ছিল। আমাদের এরকম প্যান--প্যানানি ঘন্টা খানেক ধরে চলে। আজ চললনা। দেখলাম তালা খোলা হচ্ছে।

শমু খুব নার্ভাস। আমাকেই অফিসারের সঙ্গে কথা বলতেহল। অফিসার আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নোখ পর্যন্ত দেখলেন। শমুকেওওভাবে দেখা হল। তারপর বাজখাঁই গলায় বললেন, 'সার্টিফিকেটকই?'

শমুর আর আমার মাধ্যমিকের বয়সের সার্টিফিকেটবার করলাম। অফিসার বললেন, এটা না?

কাঁপা গলায় শমু বলল, 'স্যার, মাধ্যমিকেরঅ্যাডমিট।'

---থামুন।

অফিসার আমায় বললেন---- 'তোমাদেরপরীক্ষা করা হবে। তারপর এখানে আসবে। পরীক্ষায় পাশ করলেসার্টিফিকেট পাবে। সার্টিফিকেট না দেখালে আমি বিয়ে দিইনা।'

পরদিন। অফিসারের দেওয়া ঠিকানা মুখস্থকরতে করতে পরীক্ষা কেন্দ্রে গেলাম। শমু আজও আমার আগে এসেছে। যথারীতিসিগারেট ধরিয়েছে। যথারীতি চিন্তিত হয়ে আছে। বলল, 'এজন্য আমিবিয়ে করতে চাই না।' শমুকে আজ আরো ভালো ব্র্যান্ডের সিগারেটদিলাম। তারপর ভেতরে ঢুকলাম।

পরীক্ষাকেন্দ্রের অফিসারের কাছেও কোন লাইননেই। অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন---- ওজন কত?

জানতাম না। দুজনেই।

অফিসার তখন বললেন-----রক্তের গ্রুপ কি? এবারওআমরা নিত্তর। আমরা কেবল ঝগড়াই করি। আর শমু সিগারেটে ব্যস্তথাকে। আজ মনে হল বাস্তব জগতটা আমাদের থেকে বড্ড দূরে সরে যাচ্ছে।

অফিসার এবার ক্যাড় ক্যাড়ে গলায় বললেন----ফটোটাও কী তোলা নেই?

লজ্জার মাথা খেয়ে এবারেও ঘাড় নাড়লাম। ফটোর যেকী প্রয়োজন বুঝতে পারলাম না। রক্তের গ্রুপ আর ওজনেরই বা কীদরকার তাও জানিনা। তবু কয়েকদিনের মধ্যেই বাধ্য মেয়ের মত রক্তের গ্রুপআর ওজনের সার্টিফিকেট বার করলাম। তুললাম ফটো। শমু আমাকে সমানেহুমকি দিচ্ছিল, 'আমি ফটো তুলব না। আমি বিয়ে করব না। আমি ওজন করবনা।' আমি আরো ভাল ব্র্যান্ডের সিগারেট দিলাম ওকে আজ। সিগারেট নাখেলে শমু খুব রেগে যায়। আর রেগে গেলেই ঝগড়া করে। ঝগড়া করলে আমারভাল লাগে না। তাছাড়া ঝগড়া করে একমাসের কমে ও ভাব করে না। ও আমাকেছেড়ে দিব্যি থাকতে পারে। আমি ওকে ছেড়ে থাকতে পারি ন

া।
আজ দুজনেই পরীক্ষা করলাম। কাল ওজন আররক্তের রিপোর্ট পাব। দুদু বুকে পরদিন পরীক্ষা কেন্দ্রে গেলাম। আমারআর শমুর রিপোর্টে দেখলাম 'গুড' লেখা। রিপোর্ট দুটো নিয়েখুশি খুশি মুখ নিয়ে চলে আসছি।
একজন বলল 'রিপোর্ট দুটো দিন
-----কেন?
------দুটোকে একসঙ্গে পরীক্ষা করা হবে।
------বারে, আমরা পরীক্ষায় পাশ করেছিতো?
------তা করেছেন। আপনারা বিয়ে করারউপযুক্ত। কিন্তু দুজনে দুজনে বিয়ে করার উপযুক্ত কিনা ---- তার পরীক্ষাতো হয়নি।
-----ওঃ!
শমু খুব জোরে বলল। এই প্রথম আমাকে ছাড়া অন্যকাউকে এত জোরে কিছু বলল শমু।
পরদিন এই রিপোর্ট পাওয়া যাবে। শমুর আরআমার রোজই অফিস কামাই হচ্ছে। শমু আমার উপর বেশ রেগে যাচ্ছে। রোজরোজ ভাল ভাল ব্র্যান্ড জোগাড় করে দিতে হচ্ছে। আমাদের দেশের সব ভাল ব্র্যাণ্ডইও কে এ ক'দিন খাইয়েছি। শমু আর কম দামী ব্র্যান্ড খেতে চায়না। বললাম,লক্ষ্মিটি রাগ করে না। আরতো দু'দিন'।
রিপোর্ট আনতে শমু গেল না। আমি গেলাম। রিপোর্টে লেখা আছে শমুকে বিয়ে করলে আমি পাগল হয়ে যাব। আর আমায় বিয়ে করলে শমুআরো রাগী হয়ে যাবে। শমুকে ফোনে জানিয়ে দিলাম রিপোর্ট। ও খুব হাসল।অনেকদিন বাদে ওর হাসি শুনলাম।
এখন নতুন একটা বিদেশী কনসার্নে আছি আমি।প্রচুর বিদেশী ব্র্যান্ডপাই। শমুকে সেকথা বলি না। সিগারেটের নামশুনলেই ও ইচ্ছে করে পায়ে পা বাঁধিয়ে ঝগড়া করে। শমু ঝগড়া করলে আমারকষ্ট হয়। তাছাড়া ঝগড়া করে ও একমাস কথা বলে না। ও আমার সঙ্গে কথা নাবলে দিব্যি থাকতে পারে। আমি পারি না। তবু সিগারেটটা ব্যাগে রাখি যদিকখনো শমু রেগে যায়। আর রেগে গেলেই শমু------